জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
এর
যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমেটেড (জেএফসিএল), জামালপুর পরিদর্শন প্রতিবেদন

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ, শুক্রবার জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন, পরিচালক (অর্থ), বিসিআইসি; জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জনাব দীপঙ্কর রায়, সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব), শিল্প মন্ত্রণালয় তাঁর সফরসঙ্গী হন।

সন্ধ্যা ৭.০০ টায় সচিব মহোদয় জেএফসিএল-এ পৌছে ৭.৩০ ঘটিকায় জেএফসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী খান জাভেদ আনোয়ার, জনাব শিহাব উদ্দিন আহমেদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সরিষাবাড়ী, জামালপুর এবং জেএফসিএল এর বিভাগীয় প্রধান ও শাখা প্রধানগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রশাসন ভবনের সম্মেলন কক্ষে ইন্ডিভিজুয়াল এ্যাকশন প্ল্যান (আইএপি) সংক্রান্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২৮/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় সচিব পরিচালক (অর্থ), বিসিআইসি, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, জেএফসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিভাগীয় প্রধান ও শাখা প্রধানগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তা সিবিএ এর নেতৃবৃন্দের সাথে প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

০২। ইন্ডিভিজুয়াল এ্যাকশন প্ল্যান (আইএপি) সংক্রান্ত সভার আলোচনাঃ

সভার শুরুতে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। পরিচয় শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক শুভেচ্ছা বক্তব্যে কোম্পানির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। দুর্ঘটনার কারণে দীর্ঘ এক বছর কারখানা বন্ধ থাকার পর কর্মরত সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এ্যামোনিয়া প্ল্যান্টের স্টার্ট-আপ হিটার মেরামত করে গত ১১/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৮:৩০ ঘটিকায় ইউরিয়া উৎপাদন শুরু হয়। কারখানার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ প্রেক্ষিতে সচিব জেএফসিএল-এ নভেম্বর, ২০১৮ মাসে সংঘটিত দুর্ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, দুর্ঘটনাটি ছোট করে দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে আইন ও শাস্তির হাত রক্ষা করা হয়েছিল। তিনি সংশ্লিষ্ট তদন্ত প্রতিবেদনটি পুনরায় পর্যালোচনা করে প্রকৃত কারণ নির্ণয় করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক Power Point Presentation এর মাধ্যমে কোম্পানির IAP উপস্থাপন করেন। এ সময় সচিব আইএপি'র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ-নিজ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়াই আইএপি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় খরচ কমিয়ে আনা, আয় বৃদ্ধির কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণ, নিজেদের টেকনিক্যাল বিষয়গুলো সমাধানের জন্য নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করা, সমস্যা সমাধানের জন্য প্রবীণ ও নবীনের সমন্বয়ে টিম গঠন এবং নবীনদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নেবার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। সাথে সাথে জেএফসিএল-এর কোন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সকলকে সম্পৃক্ত এবং দক্ষতা অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে প্রতি টন সার উৎপাদন খরচ কমাতে সচিব মহোদয় সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি মার্চ ২০২০ সালের মধ্যে কারখানার ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আইএপির খসড়া প্রণয়ন করে জমা প্রদান এবং ৩১-০১-২০২০ এর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আইএপির লক্ষ্যমাত্রা পুনর্নির্ধারণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে মনিটরিং জোরদারকরণে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন এবং যার যে দায়িত্ব তাকেই তা পালন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে বলেন। কোন প্রকারের প্রক্সির গ্রহণযোগ্যতা নেই মর্মে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করেন এবং কারখানা পরিচালনে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই দায় বহন করতে হবে।

সচিব মহোদয় বলেন, ডেলিগেশন অব ফাইন্যান্সিয়াল রুলস্, পারচেজিং রুলস্, বাজেট ইত্যাদি নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হবে। নিম্ন পদের কর্মচারীদেরকে সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে। যারা বাজেট প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিল না তাদের মধ্য থেকে ইন্টারনাল অডিট টিম গঠন করে অডিট করতে হবে। তাছাড়া, বিসিআইসি'র প্রধান অফিসের মাধ্যমেও অডিট পরিচালনা করতে হবে। সকল প্রকার কার্যক্রম আইনের মধ্যে থেকেই সম্পাদন করতে হবে।

সচিব মহোদয় অত্র কারখানায় বিরাজমান অডিট আপত্তির বিষয়ে জানতে চাইলে মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) অত্র কারখানার বিভিন্ন বিষয়ের উপর এখনও ১২৪ টি অডিট আপত্তি রয়েছে বলে জানান। সচিব মহোদয় অতি দ্রুত অডিট আপত্তিসমূহ নিয়মানুযায়ী নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে যেন অডিট আপত্তি না হয় সে বিষয়ে সঠিক নিয়ম মেনে অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পন্নের নির্দেশনা দেন।

কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে পারিবারিক জরুরি বিষয়ে কথা বলার জন্য অফিসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে কথা বলার নির্দেশনা প্রদান করে কারখানার অভ্যন্তরে মোবাইলে কথা বলতে নিষেধ করেন। আইএপিতে আর্থিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ও শুদ্ধাচারী ক্রাইটেরিয়া সেট করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, যে কোন অভিযোগকে অতিদ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

উৎপাদন খরচ কমানো, দৈনিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল গ্রহণ, সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে স্কুল কলেজের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকদের টোকেনের মাধ্যমে হাজিরা প্রদান, কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পোশাক প্রদান এবং স্টোরকে অনলাইনের আওতায় আনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

সচিব মহোদয় যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আইএপি প্রণয়নের সময় উৎপাদন খরচ কমানো, আয় বৃদ্ধি করে কারখানাকে লাভজনক করা, উৎপাদন বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন অব্যাহত রাখার উপর তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন। অত্র কারখানার সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কাফকোসহ সমসাময়িক পর্যায়ের অন্য কারখানার সাথে পরামর্শ/ট্রেনিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করে ইন্সটল ক্যাপাসিটি অনুযায়ী সার উৎপাদন বৃদ্ধি করার নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর সচিব মহোদয় জেএফসিএল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দের পরিসংখ্যানসহ প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক অবস্থা জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠানের জনবলের পরিসংখ্যানসহ সার্বিক অবস্থা সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন। সচিব মহোদয় ক্লাসে গাইড বই পড়ানো পরিহার করে বোর্ড অনুমোদিত বই পড়ানো, পরীক্ষার খাতা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ব্যতিরেকে একই বিষয়ের অন্য শিক্ষকের মাধ্যমে মূল্যায়ন, এইচএসসি ও অন্যান্য ক্লাসের পাঠ্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের আইএপি তৈরি করে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রেডিং করার নির্দেশ দেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটিতে বিএনসিসি, স্কাউট ও গার্লস গাইড এর কার্যক্রম চালানো ও ছাত্র/ছাত্রীদের খেলাধূলায় উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, দুর্নীতি দমন, তথ্য অধিকার এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে তিনি আর্থিক, নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে হবে।

সার পরিবহন খরচ কমানোসহ প্রতিষ্ঠানের যে কোন কিছু ক্রয়ের ব্যাপারে সাশ্রয়ের চিন্তা মাথায় রেখে কেনা-কাটার পদক্ষেপ নিতে হবে। গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে মিল রেখে আইএপিতে লক্ষ্যমাত্রা এ্যাম্বিশাস ও চ্যালেঞ্জিং করতে হবে যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছু শতাংশ বেশি হবে। আধুনিক ও উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে সার উৎপাদনে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন) বলেন, কারখানার ধারাবাহিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ইউজেস রেসিও নিয়ন্ত্রণ, অব্যাহত উৎপাদন, নিরাপত্তা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি, কারখানার সবাইকে একটি টিম হিসেবে কাজ করা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ব্যবস্থাপক (এমটিএস) বলেন, কারখানার রক্ষণাবেক্ষণে কোন প্রকার বিরতি পড়তে দেওয়া যাবে না বলে উল্লেখ করেন।

বিসিআইসি'র পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন শিল্প সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, কৃষিখাতে যেমন উন্নতি হয়েছে তেমনি শিল্পখাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত টেকনোলজি গ্রহণ করতে হবে। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্ধারিত সময়ে কারখানার ওভারহেলিং সুসম্পন্ন করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। বিসিআইসি সদর দপ্তর থেকে আইএপি বাস্তবায়নের ফিডব্যাক চাওয়া হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের ওভারটাইম ডিজিট্যালি করতে হবে এবং ডিপ্রিসিয়েশন হিসেব না করে ইউজেস রেশিও হিসেব করতে হবে।

অত্র কারখানার চিকিৎসা সেবা বিষয়ে প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা জনাব ডাঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দিক বলেন, কারখানার কর্মরত সকলের চিকিৎসার সু-ব্যবস্থা আছে। নিয়মিত জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি পালন করা হয়। তাছাড়া জরুরি রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদানে কারখানার একটি এ্যাম্বুলেন্স নিয়োজিত আছে।

কারখানার মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) জনাব এ.কে.এম আনোয়ারুল হক IAP বিষয়ে আলোচনায় বলেন, উৎপাদন নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে রাখা, ইউজেস রেশিও কমানো, সকল কর্মকর্তার মধ্যে দায়িত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধি, সকল শাখার সাথে সু-সম্পর্ক রক্ষা করা এবং প্ল্যান্ট সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য শেষ করেন।

মহাব্যবস্থাপক (এমটিএস) জনাব মোঃ শেখ আবদুল্লাহ IAP বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, অত্র বিভাগের ০৪টি শাখা পিএম, এমএম, সেন্ট্রাল ওয়ার্কসপ ও এসএইচএসএম শাখার মাধ্যমে উৎপাদন বিভাগের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করে নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সার্বক্ষণিক কাজ করা হয়। তাছাড়া কারখানার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিষয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কারখানার উৎপাদন নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে রাখার লক্ষ্যে APP এর আওতায় প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

০৩। মতবিনিময় সভার আলোচনাঃ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক শুভেচ্ছা বক্তব্যে সচিব মহোদয়সহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ জেএফসিএল-এ উপস্থিত হওয়ায় কারখানার সবার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

মহাব্যবস্থাপক (এমটিএস) জনাব মোঃ শেখ আবদুল্লাহ এ্যামোনিয়া প্ল্যান্টের স্টার্ট-আপ হিটার দুর্ঘটনার পর হতে যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম, কারখানার নন-মেজর ত্রুটি-বিচ্যুতিজনিত সমস্যা একজন এক্সপার্টের পরামর্শ নিয়ে তাঁরা নিজেরাই দ্রুত সমাধান করে কারখানা সচল রাখতে সক্ষম বলে সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন। তাছাড়া কারখানার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিষয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কারখানার উৎপাদন নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। ২০৩৫ সাল পর্যন্ত কারখানাকে সচল রাখার বিষয়ে সরকারের নিকট এর সুফল তুলে ধরার পরামর্শ প্রদান করেন। এর জন্য ডিপিপি'র সাথে সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (ফিজিবিলিটি টেস্ট রিপোর্ট) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে বলেন। দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দুর্ঘটনাজনিত সমস্য সমাধানের জন্য দেশের যে সকল এক্সপার্ট রয়েছেন তাঁদের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম বলেন, অত্র কারখানায় কর্মরত সকল শ্রমিক, কর্মচারী কারখানার উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করছে। কারখানার উন্নয়ন সকল কাজে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সভাপতি

কারখানার স্বার্থে সকলকে আইন মেনে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেনে এবং কারখানার লাভ শ্রমিকদেরকে ডিভিডেন্ট আকারে প্রদান করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

ব্যবস্থানা পরিচালক দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে পাঁচ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন বলে সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন। সচিব মহোদয় দক্ষ জনবল তৈরির জন্য প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্যারিয়ার পাথ অনুযায়ী প্রোফাইল তৈরির পরামর্শ দেন। শ্রমিকদেরকে শ্রম আইন, ক্লাসরুম প্রশিক্ষণ ও অন দ্যা জব প্রশিক্ষণ নেওয়ার ওপর জোর দেন।

পরিচালক (অর্থ) বিসিআইসি বলেন, এ্যাডভান্সড টেকনোলজিক্যাল কোর্সের প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রার্থী পাওয়া না গেলেও টেইলর মেইড/ স্পেশাল কোর্সে প্রশিক্ষণের লোক পাওয়া যায়।

উপমহাব্যবস্থাপক (টিএমসি) বলেন, কারখানাতে অপারেশন ও মেইনটেনেন্সের জন্য দক্ষ লোকের খুবই অভাব। ১০/১২ বছর ধরে কোন প্রকার নিয়োগ দেওয়া হয় না এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন বিভাগ নেই। সচিব মহোদয় দ্রুত পদোন্নতি প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং পদোন্নতি দিতে না পারলে কাউকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। নবীনদেরকে শিখিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পরামর্শ প্রদান করেন।

সভাপতি মহোদয় কারখানাটি সুষ্ঠুভাবে চালু রেখে পুরাতন ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার বিষয়ে সবাইকে একাত্ম হয়ে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৪। সচিব মহোদয়ের নির্দেশনাঃ

১. নভেম্বর, ২০১৮ মাসে সংঘটিত দুর্ঘটনার প্রতিবেদনটি পুনরায় পর্যালোচনা করে প্রকৃত দোষীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

২. যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ এর পরিচালনা ও মূলধনী ব্যয় ব্যয় হ্রাস করা, সার পরিবহন ব্যয় কমানো, আয় বৃদ্ধি করা, প্রবীণ ও নবীনের সমন্বয়ে যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য দক্ষ টিম গড়ে তুলতে হবে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে প্রতি টন সার উৎপাদন খরচ কমাতে হবে।

৩. মার্চ ২০২০ সালের মধ্যে জেএফসিএল-এর ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আইএপি জমা এবং ৩১-০১-২০২০ এর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আইএপির সংশোধন সম্পন্ন করতে হবে।

৪. জেএফসিএল পরিচালনায় মনিটরিং জোরদার করতে হবে এবং কারখানার কোন সমস্যা সমাধানের দায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে।

৫. কারখানার সকল প্রকার কার্যক্রম আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে থেকেই সম্পন্ন করতে হবে এবং ইন্টারন্যাল ও এক্সটারনাল অডিট টিম দিয়ে অডিট পরিচালনা করতে হবে। অতি দ্রুত বিদ্যমান অডিট আপত্তিসমূহ নিয়মানুযায়ী নিষ্পত্তি এবং ভবিষ্যতে যেন অডিট আপত্তি না হয় সে বিষয়ে সঠিক নিয়ম মেনে অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পন্ন করতে হবে।

৬. কারখানার অভ্যান্তরে মোবাইল ফোনে কথা বলা বন্ধ থাকবে। কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে পারিবারিক জরুরি বিষয়ে কথা বলার জন্য মোবাইল ব্যবহার না করে অফিসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে কথা বলতে হবে।

৭. আইএপিতে আর্থিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ও শুদ্ধাচারী ক্রাইটেরিয়া অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং যে কোন অভিযোগকে অতিদ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

৮. কেএফসিএল-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্কুলের শিক্ষকদেরকে আইএপি'র আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এনসিটিবি'র নির্ধারিত বইয়ের বাইরে কোন গাইড বই পড়ানো যাবে না এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে হবে। এ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শিক্ষক বেশী। শাহজালাল সারখানার বিদ্যালয়সহ যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংকট রয়েছে অতিরিক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সে সকল বিদ্যালয়ে বিসিআইসি'র মাধ্যমে বদলী করতে হবে।

৯. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, দুর্নীতি দমন, তথ্য অধিকার এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নে আর্থিক, নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে;

১০. গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে মিল রেখে আইএপিতে লক্ষ্যমাত্রা এ্যাম্বিশাস ও চ্যালেঞ্জিং করতে হবে যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছু শতাংশ বেশি হবে। আধুনিক ও উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে সার উৎপাদনে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

১১. দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দুর্ঘটনাজনিত সমস্য সমাধানের জন্য দেশের যে সকল এক্সপার্ট রয়েছেন তাঁদের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

১২. কারখানার স্বার্থে সকলকে আইন মেনে কাজ করতে হবে।

১৩. দক্ষ জনবল তৈরির জন্য প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্যারিয়ার পাথ অনুযায়ী প্রোফাইল তৈরি করতে হবে। শ্রমিকদেরকে শ্রম আইন, ক্লাসরুম প্রশিক্ষণ ও অন দ্যা জব প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১৪. দ্রুত পদোন্নতি প্রদান করতে হবে এবং পদোন্নতি দিতে না পারলে কাউকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। নবীনদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

১৫. স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে সমস্যা সমাধানে তাদের নিকট থেকে সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. বদলী যোগ্য কাজে দীর্ঘদিন কর্মরতদের পর্যায়ক্রমে অন্যত্র বদলী করতে হবে।

১৭. যমুনা সার কারখানার স্কুল ও কলেজের শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে।

০৫। বাস্তবায়নেঃ

ক) অতিরিক্ত সচিব (স্বস ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা

খ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন, ঢাকা

গ) যুগ্মসচিব (বিসিআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা

ঘ) পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন, ঢাকা

ঙ) উপসচিব (বিসিআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা

চ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে গৃহীত কার্যক্রম শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
১৯-০১-২০২০

দীপঙ্কর রায়
সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়
ফোন নম্বর: +০৮০২৯৬৫৩৫৮২
ই-মেইলঃ ps2secy@moind.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৬.০০.০০০০.০২১.১৬.০০৩.১৮-৩৫৭/১০

তারিখঃ ০৫ মাঘ ১৪২৬ / ১৯ জানুয়ারি ২০২০

বিতরণ, সদয় অবগতি ও কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) অতিরিক্ত সচিব (স্বস ও আস) শিল্প মন্ত্রণালয় (সচিবের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান, বিসিআইসিকে পত্র দেয়ার জন্য অনুরোধসহ)
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, ঢাকা
৩) পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, ঢাকা
৪) জেলা প্রশাসক, জামালপুর
৫) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৭) উপসচিব (বিসিআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড, জামালপুর
৯) সিস্টেম এনালিস্ট, শিল্প মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
১০) অফিস কপি।

সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়